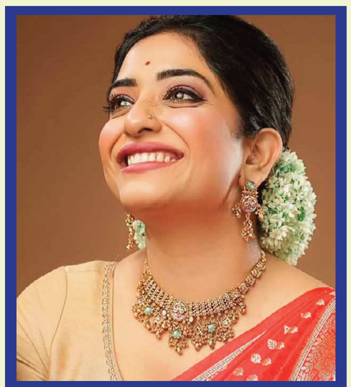
পুজোয় প্রেম হয়নি তবে প্রেমের পর পুজোগুলো স্পেশাল হয়েছে ঃ মানসী

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৩ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯১ সংখ্যা ।। ৮পাতা

দেশে ফিরছি ডিসেম্বরেই, জনতার কল্যাণে কারাবাসের মূল্য দিতেও রাজি’, হুঙ্কার হাসিনার

হয় চুক্তি করবে, নতুবা নরকে পাঠাব’, রাষ্ট্রসংঘের ভরা সভায় দাঁড়িয়ে ইরানকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

গ্রন্থেও জেহাদের কীট! কাশ্মীরে ২২ লক্ষ বই ঝাড়াই-বাছাই, ‘দেশবিরোধী’ অভিযোগে বাদ পড়ল অনেক গ্রন্থ

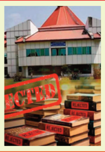

ধর্মীয় কারণে বন্দে মাতরম না গাইলে শাস্তি নয়! নয়া আইন নিয়ে বিরাট পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

কোচবিহার সীমান্তে বিএসএফকে ২১০ একর জমি

মাদক-বিরোধী অভিযানে কঠোর হতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ এবার কোচবিহার জেলায় সীমান্ত সুরক্ষায় বাড়তি জোর রাজ্য সরকারের।প্রশাসনিক বৈঠকে এনিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।সেই লক্ষ্যে কোচবিহার জেলায় নতুন করে ২১০একর জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।পাশাপাশি, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায়, সেখানে মাদকপাচার ও চাষ নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে শুভেন্দু।মঙ্গলবার বৈঠক শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করা হবে।দেশকে সুরক্ষিত করতে গেলে, আগে বর্ডার সুরক্ষিত করতে হবে।২১০একর জমি আমরা বিএসএফ-কে দিচ্ছি।এর আগেও তিন ধাপে বিপুল পরিমাণ জমি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে।সেই জমিতে ইতিমধ্যে বিএসএফ-এর তরফে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু হয়েছে।যদিও,

বাংলাদেশের দিক থেকে বিজিবি এবং সেখানকার দুষ্কৃতীরা বিএসএফ-এর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ।তবে, সেই বাধা অতিক্রম করেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে।এর পাশাপাশি, সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহারে মাদকপাচার ও মাদক চাষ নিয়েও কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে গাঁজা, আফিমের মতো মাদক ভারতে ঢোকানোর বিরুদ্ধে অভিযানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে বলেছেন তিনি।শুভেন্দু বলেন,পরিষ্কার কথা বলা হয়েছে, কোনওরকম সিন্ডিকেট চলবে না।বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায় যত অবৈধ নেশা, আফিম, গাঁজা চাষ হচ্ছে সব পুড়িয়ে দিতে হবে।যারা করেছে তাদের সবার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করতে হবে।পুরো জেলা জুড়ে নেশামুক্ত অভিযান চালাতে হবে।এটা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা।এখানে কোনও ফাঁক রাখা যাবে না।মহিলা ও নাবালিকাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে চলবে বলে ফের দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী।এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য,ছোট বাচ্চা, বোন, দিদি, মহিলাদের উপর যে আঙুল তুলবে, তার আঙুলটাকে ভাঙতে হবে।কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানায় নাবালিকার সঙ্গে হওয়া ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করেছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

চোরাশিকার রুখে বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

চা শ্রমিকদের জন্য বোনাসের ঘোষণা

নয়া জামানাঃ বিশ্ব গন্ডার দিবসে হাসিমারায় দাঁড়িয়ে চোরাশিকারিদের হাত থেকে প্রকৃতি, বন্যপ্রাণ ও রাজ্যের সম্পদ রক্ষার অঙ্গীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।চোরাশিকারিদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণী, এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে তাঁর এই অঙ্গীকার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এই কাজে রাজ্যবাসীর সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের খাদ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার দিকেও বিশেষ নজর রাখা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।এদিন হাসিমারায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেন তিনি। এর পাশাপাশি চা শ্রমিকদের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ চা বাগান খোলার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন,চা বাগান খুলব, কোনও কথা ভুলিনি। চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস পাইয়ে দেব।শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসের পাশাপাশি টোটো পাড়ায় ১২০০ বাড়ি তৈরির ঘোষণাও করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২ অক্টোবর ফের উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন তিনি। সেই সফরে বক্সায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া হবে বলেও জানান তিনি। এদিন তরাই-ডুয়ার্স

অঞ্চলকে এক বছরের মধ্যে বিশ্ব পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দেন মুখ্যমন্ত্রী।চা শ্রমিকদের উদ্দেশে আশ্বাসের সুরে শুভেন্দু বলেন, আপনারা ভরসা রাখতে পারেন। বন্ধ চা বাগান খুলব। আমি একটাও কথা ভুলিনি।আগের সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আগের সরকার চা শ্রমিকদের ভাড়াটিয়া করতে চেয়েছিল। তাঁর কথায়, আমি কথা দিয়েছিলাম, চা বাগানে বসবাসকারী চা শ্রমিকদের আমরা উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা দেব। সেই কাজও হবে। টোটো পাড়ায় ১২০০ বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতির পুনরুল্লেখ করে তিনি বলেন, আরও যা যা করার সব করব। মাঝে মাঝেই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।চোরাশিকারি দমন থেকে শুরু করে চা বলয়ের উন্নয়ন একাধিক প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেতৃত্বে পিছিয়ে শ্রমিক-কৃষকরা সর্বহারাদের খোঁজে সিপিএম

নয়া জামানা ঃ শ্রমিক-কৃষকের দল হয়েও দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় সেই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আত্মসমালোচনার পথে হাঁটল সিপিএম। আগামী দুবছরের মধ্যে পার্টিতে প্রকৃত সর্বহারাদের অন্তর্ভুক্তির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিপিএমের সদস্যপদ ও নেতৃত্বের সামাজিক বিন্যাসে মধ্যবিত্তের উপস্থিতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অথচ যে শ্রেণিকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক লড়াই, সেই গরিব কৃষক, খেতমজুর ও কারখানা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব কমছে নেতৃত্ব স্তরে। এই ভারসাম্যহীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন দলীয় নেতৃত্ব শাখা স্তর পর্যন্ত কড়া নির্দেশ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সিপিএমের সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় সাংগঠনিক রিপোর্টেও কৃষি-শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।দলীয় সূত্রের খবর, আগামী

দুবছরের মধ্যে পার্টির সংগঠনে এই অংশের প্রতিনিধিত্ব ৩০ শতাংশের বেশি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। শুধু সদস্যপদ নয়, বিভিন্ন স্তরের কমিটিতেও তাঁদের উপস্থিতি বাড়াতে হবে বলে নির্দেশে বলা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দলের নিজস্ব হিসাব বলছে, ২০২৪ সালে রাজ্যে সিপিএমের মহিলা সদস্যের হার ছিল মাত্র ১১.৪ শতাংশ, যা ২০২১ সালের ১০.৮ শতাংশের তুলনায় সামান্যই বেড়েছে। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বাংলায় মহিলা সদস্য সংগ্রহে এই খামতিকে বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।রবিবার ধর্মতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের ইনকিলাব সমাবেশ-এ ছাত্র-যুবদের ঢল দেখে দল খুশি হলেও, দলীয় পর্যবেক্ষণে সমাবেশেও দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া অংশের তুলনায় মধ্যবিত্তের উপস্থিতিই বেশি ধরা পড়েছে। তাই বড় সমাবেশের পাশাপাশি শাখাস্তরে সংগঠনের সামাজিক চরিত্র বদলানোকেই এখন প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে আলিমুদ্দিন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে, সেই আন্দোলন থেকে নতুন কর্মী তৈরি করে তাঁদের সাংগঠনিক বৃত্তে আনার উপরই জোর দিতে চাইছে দল।

৯৩৩ পড়ুয়াশূন্য স্কুল বন্ধ

সম্পত্তির ব্যবহারে কমিটি গঠন রাজ্যের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ পড়ুয়াশূন্য ৯৩৩টি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতর। মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় বিষয়টি জানান স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁর কথায়, এই স্কুলগুলিতে বিগত পাঁচ থেকে কুড়ি বছর ধরে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি, ফলে সেগুলি কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছিল।মন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিন পড়ুয়াহীন থাকা এই স্কুলগুলির জমি, বিল্ডিং ও মাঠের মতো সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রেই অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেই সম্পত্তি ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলিকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারের কাছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রয়োজনে আন্তঃবিভাগীয় আদানপ্রদানের মাধ্যমে এই সম্পত্তি

সরকারের হাতে হস্তান্তরের কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।দীপক বর্মনের দাবি, পূর্বতন তৃণমূল আমলেই রাজ্যের প্রায় আট হাজার স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা পঞ্চাশের নীচে নেমে গিয়েছিল, যার জেরে এই সমস্যার সূত্রপাত।এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যরাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ পাল্টা দাবি করেছেন, সরকারি স্কুলে পড়ুয়া কমে যাওয়া নতুন কোনও সমস্যা নয়, বরং কয়েক দশক ধরে চলে আসা প্রবণতা।

অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জী

প্রাণবন্ত অভিনেত্রী ছিলেন

ড. রতন ভট্টাচার্য

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু অভিনেত্রীর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে, যাঁরা অভিনয়ের মাধ্যমে শুধু চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেননি, দর্শকের হৃদয়েরও আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন মিঠু মুখার্জী। সত্তর ও আশির দশকের বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণময়। রূপ, অভিনয়দক্ষতা এবং সহজাত পর্দা-ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি খুব দ্রুতই দর্শকদের প্রিয় অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন। আজও বাংলা সিনেমার সোনালি অধ্যায়ের কথা উঠলে মিঠু মুখার্জীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

মিঠু মুখার্জীর অভিনয়জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর স্বাভাবিকতা। তিনি কখনও অভিনয়কে কৃত্রিম করে তুলতেন না। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই যেন চরিত্রটি তাঁর নিজের হয়ে যেত। হাসি, অভিমান, ভালোবাসা, বেদনা কিংবা প্রতিবাদ, প্রতিটি আবেগ তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। ফলে দর্শক তাঁকে অভিনেত্রী হিসেবে নয়, চরিত্র হিসেবেই গ্রহণ করতেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের এক উত্তরণ-পর্বে তাঁর আবির্ভাব। সেই সময়ে বাংলা সিনেমা একদিকে বাণিজ্যিক ধারার জনপ্রিয়তার দিকে এগোচ্ছিল, অন্যদিকে শিল্পমূল্যসম্পন্ন ছবিও নির্মিত হচ্ছিল। মিঠু মুখার্জী দুই ধারাতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তিনি কখনও শুধুমাত্র গ্ল্যামারের ওপর নির্ভর করেননি; বরং তাঁর অভিনয়ের শক্তিই তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। নায়িকা হিসেবে তিনি যেমন সফল ছিলেন, তেমনি আবেগঘন দৃশ্যেও তাঁর দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করত।

মিঠু মুখার্জী বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি সত্তরের দশকে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়, মাধুর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং পর্দা-উপস্থিতির মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। কলকাতায় জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রী বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তবে বাংলা ছবিতেই তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মর্জিনা আবদুল্লা চলচ্চিত্রে মর্জিনার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেন এবং দ্রুত তারকাখ্যাতি অর্জন করেন। এরপর মৌচাক, স্বয়ংসিদ্ধা, প্রতিমা, সন্ধি এবং ভাগ্যচক্র-এর মতো জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করেন। মৌচাক ছবিতে নীপার চরিত্রে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় আজও বাংলা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে স্মরণীয়। রঞ্জিত মল্লিক, উত্তম কুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করে তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু সৌন্দর্য নয়, চরিত্রের আবেগ ও মানবিক দিককে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাই তাঁকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছিল। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মিঠু মুখার্জীর অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, এবং তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি দর্শকদের মনে চিরকাল জীবন্ত হয়ে থাকবে।

তাঁর পর্দা-উপস্থিতির মধ্যে ছিল এক ধরনের আন্তরিকতা। বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, প্রেমিকা, স্ত্রী কিংবা সংগ্রামী নারী, যে চরিত্রই তিনি অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে বাস্তব জীবনের ছায়া খুঁজে পাওয়া যেত। ফলে গ্রামীণ ও শহুরে, উভয় শ্রেণির দর্শকদের কাছে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর অভিনয়ে ছিল না কোনো অযথা নাটকীয়তা; ছিল সহজ জীবনবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ।মিঠু মুখার্জীর অভিনয়জীবনকে মূল্যায়ন করতে গেলে সেই সময়ের বাংলা চলচ্চিত্র-পরিবেশের কথাও মনে রাখতে হবে। তখনকার সিনেমায় নায়িকাদের অনেক সময় সীমিত পরিসরে আবদ্ধ রাখা হতো। কিন্তু মিঠু নিজের দক্ষতায় চরিত্রকে আরও গভীর মাত্রা দিতেন। সংলাপের চেয়ে তাঁর চোখের ভাষা অনেক বেশি কথা বলত। একটি নীরব দৃশ্যেও তিনি আবেগের তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারতেন। এটাই ছিল তাঁর অভিনয়-প্রতিভার বিশেষ শক্তি।

তাঁর সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে রসায়নও ছিল অসাধারণ। পর্দায় তিনি এমন একটি স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে পারতেন, যাতে দৃশ্যগুলো অনেক বেশি বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত।

দর্শক অনুভব করতেন, তাঁরা অভিনয় নয়, জীবনেরই এক টুকরো গল্প দেখছেন। এই কারণেই তাঁর অভিনীত বহু চলচ্চিত্র আজও নস্ট্যালজিয়ার অংশ হয়ে আছে।

একজন শিল্পীর প্রকৃত সার্থকতা কেবল জনপ্রিয়তায় নয়, দর্শকের স্মৃতিতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার মধ্যে নিহিত। মিঠু মুখার্জীর ক্ষেত্রেও তা সত্য।

তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের অনেক দৃশ্য আজও বাংলা ছবিপ্রেমীদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নতুন প্রজন্মের দর্শকরাও পুরোনো বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে তাঁর অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের ভাষা বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, অভিনয়ের ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মিঠু মুখার্জীর অভিনয়ের আবেদন কমেনি।

তাঁর ব্যক্তিজীবনেও ছিল নানা চড়াই-উতরাই। জনপ্রিয়তার আলো যেমন ছিল, তেমনই ছিল সংগ্রাম ও সংকটের ছায়া। কিন্তু একজন শিল্পী হিসেবে তিনি কখনও নিজের মর্যাদা হারাননি। জীবনের অভিজ্ঞতা যেন তাঁর অভিনয়কে আরও পরিণত ও গভীর করে তুলেছিল। শিল্পীজীবনের উত্থান-পতন তাঁকে ভেঙে দিতে পারেনি; বরং তা তাঁর মানবিক আবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও মিঠু মুখার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এমন এক সময়ে অভিনয় করেছেন, যখন নারীর চরিত্রগুলিকে নতুনভাবে নির্মাণের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে দেখি য়েছিলেন যে একজন নায়িকা কেবল সৌন্দর্যের প্রতীক নন; তিনি আবেগ, চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামেরও প্রতীক হতে পারেন। আজকের দিনে যখন বাংলা চলচ্চিত্রের অতীতের দিকে ফিরে তাকানো হয়, তখন মিঠু মুখার্জীকে কেবল একজন সফল অভিনেত্রী হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তিনি ছিলেন একটি সময়ের প্রতিনিধি। তাঁর অভিনয়ে ধরা পড়েছে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি এবং মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি, সংলাপ বলার ভঙ্গি এবং চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।মিঠু মুখার্জীর অবদান তাই কেবল কয়েকটি সফল ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রকে দিয়েছেন একটি উজ্ব জ্জ্বল মানবিক মুখ। তাঁর অভিনয়ে ছিল জীবনের গন্ধ, মানুষের হাসি-কান্নার প্রতিধ্বনি এবং শিল্পের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। সেই কারণেই তিনি আজও দর্শকদের স্মৃতিতে অম্লান। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, মিঠু মুখার্জী ছিলেন বাংলার অন্যতম প্রাণবন্ত অভিনেত্রী, যিনি তাঁর অসাধারণ অভিনয় ও সহজাত ব্যক্তিত্ব দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে এক স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করেছিলেন।

তিনি ছিলেন পর্দার এক উজ্জ্বল উপস্থিতি, যাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় আজও স্মৃতির আলোয় ঝলমল করে। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তাঁর নাম তাই শুধু একটি অধ্যায় নয়, বরং এক অনির্বাণ দীপশিখা, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয় আলোকিত করে যাবে।আন্তর্জাতিক টেগোর পুরস্কারপ্রাপ্ত বহুভাষী লেখক ও কবি ড. রতন ভট্টাচার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অ্যাফিলিয়েট ফ্যাকাল্টি এবং কলকাতা ইন্ডিয়ান আমেরিকান সোসাইটির সভাপতি। সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

মমতার লড়াই স্বীকৃতিঃ অগ্নিমিত্রা

নয়া জামানাঃ দলীয় কমিটি ভাঙন থেকে নাম-প্রতীক নিয়ে সঙ্কট রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলকে ঘিরে এমনই এক পালাবদলের ছবি তুলে ধরেছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসন পাওয়ার পর থেকেই দলের অন্দরে অসন্তোষ, ভাঙন এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়তে থাকে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। শেষ পর্যন্ত দলীয় নাম ও জোড়া ফুল প্রতীক নিয়েও তৈরি হয়েছে সঙ্কট। একসময়ের ঘনিষ্ঠ নেতাদের একাংশই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে নতুন শিবির গড়ে তুলেছেন।এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, ক্ষমতার কঠিন সময়ে যাঁরা মমতার সঙ্গ ছেড়েছেন, তাঁদের অবস্থান প্রশ্নের মুখে । অগ্নিমিত্রার কথায়, যেখানে সুবিধা পাব, সেখানেই চলে যাব? তিনি আরও বলেন, তৃণমূল এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, তা ভাবেননি। তাঁর মতে, রাজনীতিতে ঔদ্ধত্য,

নিজেকে সর্বোত্তম মনে করা এবং মানুষকে সম্মান না দেওয়ার পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।মমতার রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেন, তাঁর সংগ্রাম অস্বীকার করা যায় না। একইসঙ্গে ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত্যাগের ঘটনাকেও তিনি শিক্ষণীয় বলে মন্তব্য করেন। প্রশ্ন তোলেন, লয়্যালটি কোথায় গেল রাজনীতিতে?অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা প্রশ্ন করেন, মন্ত্রী কেন তৃণমূল ও মমতাকে নিয়ে চিন্তিত। তাঁর দাবি, মমতা একসময় বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, পরে ইউপিএ-তে যোগ দেন। অন্যদিকে মমতা তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ইতিহাস কোনওদিন বেইমানদের ক্ষমা করে না।তাঁর বক্তব্যে, দলবদলের রাজনীতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নটি ফের সামনে এসেছে। তবে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ, দলীয় সংগঠন এবং নাম-প্রতীকের আইনি অবস্থান নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভর করবে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের মধ্যেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের জল্পনা তীব্র হয়েছে। মমতার দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা এবং দলের বর্তমান টানাপোড়েন তাই ফের আলোচনার কেন্দ্রে এখন।

টুলুর রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ, বহাল গ্রেফতারি পরোয়ানা

নয়া জামানা, কলকাতাঃ আইনি জটিলতা আরও বাড়ল বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী মহম্মদ নজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলায় রক্ষাকবচ এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সেই আবেদন খ ারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে মামলাটি ওঠে।

ফলে নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী টুলুকে হাজিরা দিতে হবে।পুলিশের অভিযোগ, বীরভূমে বেআইনি বালি ও পাথর কারবারের সঙ্গে টুলু মণ্ডলের যোগ রয়েছে। তদন্তের মধ্যেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান।

তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।এর আগে টুলুর এক আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় সাড়ে ২৮

কোটি টাকা এবং প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করে। তদন্তে ওই সম্পদের সঙ্গে টুলুর যোগের অভিযোগ সামনে আসে।

এরপরই তাঁর সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্ত আরও জোরদার হয়।মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাতীয় গোয়েন্দা তথ্যভাণ্ডারের তথ্য অনুযায়ী, টুলু গত ২৩ মে দেশ ছেড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকায় রক্ষাকবচ দিলে তিনি ফের তদন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন বলেও রাজ্যের তরফে আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়।অন্যদিকে, টুলুর বিরুদ্ধে তদন্তে বিপুল সম্পত্তি ও বেআইনি খাদানের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চলছে। মঙ্গলবারের হাই কোর্টের নির্দেশে আপাতত গ্রেফতারি এড়াতে আদালতের রক্ষাকবচ পাওয়ার পথও বন্ধ হল।

মুকুন্দপুরে পার্টি অফিস ঘিরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, ডিম-ইট ছোড়ার অভিযোগ

নয়া জামানাঃ মুকুন্দপুরে পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি ও মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। দুপক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি, ইট-পাটকেল ও ডিম ছোড়াছুড়ির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পৌঁছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকুন্দপুরের একটি পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই দুপক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। এদিন ওই পার্টি অফিসের সামনে মিছিল নিয়ে জড়ো হন মমতাপন্থী তৃণমূল কর্মীরা। অভিযোগ, সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালান। পালটা বিজেপির অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় তাঁদের কর্মীদের উপর চড়াও হন তৃণমূলের লোকজন। এরপরই দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। একে অপরকে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগানও দেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শুরু হয়

ইট, ডিম ছোড়াছুড়ি।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের ছাত্র নেত্রী উপাসনা চৌধুরি। তাঁর অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় বিজেপি কর্মীরা মিছিলে হামলা চালান। মহিলা কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। লাঠি, ইট-পাটকেল এবং ডিম ছোড়ার অভিযোগও করেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, পুলিশের উপস্থিতিতেই কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন।অন্যদিকে, হামলার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের দাবি, তৃণমূলের কর্মসূচির ভিডিওগ্রাফি করছিলেন এক বিজেপি কর্মী। তা দেখেই তৃণমূল কর্মীরা তাঁর উপর চড়াও হন।এরপরেই পরিস্থিতি হাতাহাতিতে গড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ দুপক্ষকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য মুকুন্দপুরের ওই এলাকায় যান চলাচল ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ এবং কারা প্রথম হামলা চালিয়েছিল, তা নিয়ে দুপক্ষের বক্তব্যে সম্পূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখ ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষের অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভুয়ো অ্যাপের টোপে অনলাইন সাট্টা, প্রতারণার তদন্তে লালবাজার

নয়া জামানাঃ ভুয়ো অনলাইন সাট্টা মটকার ফাঁদে পড়ে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলার বহু মানুষ লাখ লাখ টাকা খোয়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। জোড়ি থেকে শুরু করে তিন নম্বরের খেলা;সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলছে এই অনলাইন জুয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপুল টাকা জেতার প্রলোভন দেখিয়ে নির্দিষ্ট অ্যাপ ডাউনলোড করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ করেছে লালবাজার।পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতে প্রতারণা, জালিয়াতি, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং আইনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। তদন্তে নেমে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা।পুলিশ জানিয়েছে, আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় চলা বেআইনি সাট্টার ঠেকগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। দক্ষিণ শহরতলি, পূর্ব কলকাতা এবং রেললাইনের ধারের কয়েকটি জায়গায় এমন ঠেক বন্ধও করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। এরপরই গোয়েন্দাদের নজরে আসে অনলাইন সাট্টা মটকা।তদন্তকারীদের মতে,

সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইউটিউবের মাধ্যমে জুয়াড়িদের কাছে ভুয়ো অ্যাপের লিঙ্ক পাঠানো হচ্ছে। অ্যাপ ডাউনলোড করে অনলাইনে টাকা লগ্নির প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিকে অল্প টাকা বিনিয়োগ করে কিছু টাকা ফেরত পাওয়ায় অনেকেরই লোভ বাড়ছে। পরে বেশি টাকা লগ্নি করে বড় অঙ্কের অর্থ হারানোর অভিযোগ উঠছে।পুলিশের দাবি, এই চক্রের সদস্যরা কীভাবে অ্যাপ পরিচালনা করছে, টাকা লেনদেনের সঙ্গে কারা যুক্ত এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কারা প্রচার চালাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের পরিচয় ও অ্যাপটির বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করেনি লালবাজার। পাশাপাশি অনলাইন জুয়ার এই ধরনের অ্যাপ থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

২২ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

সোনার মেয়ে, সোনার শুরু

সোনার পদক ঝলমল করে গলায়। কিন্তু সেই সোনার আলো পৌঁছে যায় অনেক দূর মাঠের গ্যালারি পেরিয়ে, শহরের গলিপেরিয়ে,গ্রামের মেঠোপথ পেরিয়ে একেবারে সেই ছোট্ট মেয়েটির চোখে যে হয়তো হাতে ব্যাট নিয়ে স্বপ্ন দেখে একদিন দেশের জার্সি পরার। এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সোনা তাই শুধুই একটি পদক নয়। এ যেন এক নতুন স্বপ্নের দরজা খুলে যাওয়ার মুহূর্ত।দেশের সোনার খাতা খুলল মেয়েরাই। আর কী দাপটেই না খুলল !ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স ছিল যেন ঝড়ের ভিতর বজ্রপাত। ব্যাট হাতে শুরুতেই আক্রমণের বার্তা। স্মৃতি মান্ধানা আর শেফালি ভার্মার ব্যাটে প্রথম উইকেটে ৯৯ রান প্রতিপক্ষকে যেন শুরুতেই বুঝিয়ে দেওয়া এই লড়াই শুধু জেতার জন্য নয়, দাপট দেখিয়ে জেতার জন্য।শেফালি থামলেন ৪৮ রানে। কিন্তু থামল না ভারতের আগ্রাসন। স্মৃতির ব্যাট তখন ছুটছে নিজের ছন্দে। ৪৫ বলে ৭৯ রানের ঝকঝকে ইনিংস যেন ভারতের সোনার ভিত আরও শক্ত করে দিল। আর শেষ দিকে রিচা ঘোষ! ২২ বলে অপরাজিত ৪৯। ব্যাটের প্রতিটি আঘাতে যেন সোনার পদকের ঝিলিক। ২০ ওভারে ভারতের স্কোর ২১৬। এশিয়ান গেমসের মহিলা ক্রিকেটে সর্বোচ্চ দলীয় রান ফাইনালের মঞ্চে এর চেয়ে বড় বার্তা আর কী হতে পারে!

তারপর বল হাতে ভারতীয় মেয়েদের ঝড়।২১৭ রানের পাহাড় সামনে রেখে মাঠে নামল শ্রীলঙ্কা।কিন্তু ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে সেই পাহাড়ই যেন আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। চামারি আতাপাত্তু কিছুটা লড়াই করলেন,২১ বলে ২৯ রান করলেন। কিন্তু একা কতদূর? ভারতীয় স্পিনের ঘূর্ণিতে একে একে নিভে গেল লঙ্কান ব্যাটিংয়ের প্রদীপ।দীপ্তি শর্মার ঘূর্ণিতে তিন উইকেট। শেফালি, শ্রীচরণী ও শ্রেয়াঙ্কা পাটিল দু'টি করে উইকেট।শেষ পর্যন্ত ৬৯ রানেই শেষ শ্রীলঙ্কা।ভারতের জয় ১৪৭ রানে।স্কোরবোর্ড তখন শুধু একটি সংখ্যা বলছিল।কিন্তু মাঠের গল্প ছিল আরও বড়।এই জয় আসলে সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের জয় যে লড়াইয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে একসময় পুরুষ ক্রিকেটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। সুযোগ কম ছিল, প্রচারের আলো কম ছিল, দর্শকের উন্মাদনা কম ছিল। কিন্তু মেয়েরা থামেননি। ব্যাট হাতে, বল হাতে, ঘাম ঝরিয়ে তাঁরা নিজেদের জায়গা তৈরি করেছেন। আজ সেই জায়গা আর কারও দয়ার জায়গা নয়। নিজেদের পারফরম্যান্সেই তাঁরা নিজেদের রাজ্য তৈরি করেছেন।হরমনপ্রীতদের এই সোনা তাই কেবল আজকের আনন্দ নয়।এটি আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি।

একটি প্রজন্ম দেখছে মেয়েরাও পারে।একটি প্রজন্ম শিখছে জার্সির রং বদলালেও লড়াইয়ের আগুন বদলায় না। আর আরও একটি প্রজন্ম হয়তো আজ থেকেই ব্যাট হাতে মাঠে নামবে। দেশের প্রথম সোনা এল মেয়েদের হাত ধরে। সোনার সেই দৌড় কোথায় গিয়ে থামবে তা সময় বলবে।কিন্তু একটা কথা আজ স্পষ্ট ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের পায়ের শব্দ আর দূরের প্রতিধ্বনি নয়।

উৎসবের বাজারে ঐতিহ্য বনাম বাণিজ্য

বাপন দেব লাড়ু

আশ্বিনের আকাশে সাদা তুলো মেঘ আর পথের দু ধারে কাশফুল দুললেই বাঙালির মনে একটা অদৃশ্য ঢাক বেজে ওঠে। কিন্তু আজকাল সেই ঢাকের আওয়াজের আগে কানে আসে বিজ্ঞাপনের কোলাহল। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই শহরের হোর্ডিং, মোবাইলের পর্দা আর টিভির বিরতিতে ছেয়ে যায় মেগা সেল, ফেস্টিভ অফার আর পুজো ধামাকা-য়। প্রশ্নটা তাই স্বাভাবিক উৎসব কি আজ মানুষের, না বাজারের?একটু পিছনে তাকানো যাক। একসময় পাড়ার পুজোর সূচনা হত বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা দিয়ে। কেউ দিতেন পাঁচ টাকা, কেউ পঞ্চাশ, কেউ দিতেন শুধু হাতের শ্রম। বাঁশ বাঁধা থেকে ভোগ রান্না, সবেতেই পাড়ার মানুষের ভালোবাসা আর পরিশ্রম থাকত। অষ্টমীর সকালে অঞ্জলির লাইনে দাঁড়িয়ে, দশমীর বিকেলে সিঁদুর খেলায় মিশে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া হত। উৎসব ছিল সম্পর্কের নবীকরণ। সেখানে টাকার ভূমিকা ছিল, কিন্তু টাকাটাই মুখ্য ছিল না। তবে কথাটা একতরফা নয়। বাণিজ্যকে উৎসবের শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া অন্যায্য হবে। বাংলার উৎসব চিরকালই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে। কুমোরটুলির শিল্পী, ঢাকি, শোলার কারিগর, পটুয়া, ফুলওয়ালা থেকে শুরু করে ছোট দর্জি, সবার সারা বছরের রোজগারের একটা বড় অংশ আসে এই কয়েকটা দিনের থেকেই। উৎসব না জমলে তাঁদের উনুনও জ্বলে না। ক্রেতা আর বিক্রেতার এই আদানপ্রদান উৎসবের প্রাণেরই অংশ, তার বিকৃতি নয়। সমস্যার শুরু সেখানে, যেখানে মাপকাঠিটাই ধীরে ধীরে বদলে যায়। প্রতিমার সৌন্দর্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে প্যান্ডেলের বিশালতা, ভক্তির চেয়ে বড় হয় ভিড়ের সংখ্যা, আর আন্তরিকতার চেয়ে বড় হয় পুরস্কারের তকমা। থিমের প্রতিযোগিতায় শিল্পের সম্ভাবনা যেমন খুলেছে, তেমনই অনেক জায়গায় প্রতিমা হয়ে গেছে সজ্জার উপকরণ, আর এখন সজ্জাই মূল আকর্ষণ। স্পনসরের ব্যানারে ঢাকা পড়ে যায় মণ্ডপের নাম, অনেক সময় দেবীর মুখও। যে উৎসবের মূল কথা ছিল মিলন, তা ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রদর্শনী।শহর আর মফস্‌সলের ছবিটা প্রায় একই হলেও বর্তমানে কিছু ভিন্নতা এসেছে, মহানগরের বড় পুজোয় যখন বাজেটের অঙ্ক নিয়ে খবর হয়, তখন গ্রামগঞ্জের বহু পুরনো বাড়ির পুজো নীরবে নিজের নিয়মে চলে। সেখানে এখনও আচার আছে, কুলপরম্পরা আছে, প্রতিমা গড়ার সেই পুরনো ধরন আছে। কিন্তু সেখানেও টান পড়ছে। খরচ বাড়ছে, নতুন প্রজন্ম কাজের খোঁজে বাইরে, আর পৃষ্ঠপোষকের অভাবে অনেক বনেদি পুজো ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে গিয়ে অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রশ্নটা তাই টাকা নেওয়া বা না-নেওয়ার নয়, কীভাবে এবং কী শর্তে নেওয়া হচ্ছে তার। ঘরের ভেতরের ছবিটাও বদলেছে। নতুন জামার গন্ধ, মায়ের হাতে বানানো নারকেল নাড়ু, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত রিহার্সালের সেই অপেক্ষা এখন অনেকটাই ক্ষ্মঅর্ডার করলে চলে আসেক্ষ্ম-র সুবিধায় ঢাকা পড়েছে। সুবিধা মন্দ নয়, কিন্তু অপেক্ষার আনন্দটুকু কোনো অ্যাপ পৌঁছে দিতে পারে না। ছাড়ের হিসেবের ভিড়ে আমরা ভুলে যাই যে উৎসব কেনাকাটার নাম নয়, ভাগ করে নেওয়ার নাম।তাহলে সমাধান কী? বাজারকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবও নয়, আর তা উচিতও নয়। দরকার ভারসাম্য। স্থানীয় কারিগর ও হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে কেনাকে উৎসাহ দিলে বাণিজ্যই ঐতিহ্যের রক্ষক হয়ে উঠতে পারে। পুজো কমিটিগুলি চাইলে স্পনসরশিপের শর্তে শিল্প ও শালীনতার সীমা টেনে দিতে পারে, যাতে বিজ্ঞাপন প্রতিমার আড়াল না হয়ে মণ্ডপের পাশে থাকে। থিমের বিচারেও প্রতিমার শিল্পগুণ ও পরিবেশবান্ধব উপকরণের গুরুত্ব বাড়ানো যায়। আর আমরা প্রত্যেকে নিজেকে একটা প্রশ্ন করতে পারি এই উৎসবে আমি কতটা কিনলাম, আর কতটা কাউকে দিলাম বা কারও সঙ্গে কাটালাম বা আনন্দটুকু ভাগ করে নিলাম?ঐতিহ্য আর বাণিজ্য পরস্পরের প্রতিপক্ষ হতে বাধ্য নয়। ঢাকের তালে বাজারও নাচতে পারে, যদি তাল রাখার দায়িত্ব থাকে আমাদের হাতে। উৎসবের আলো যেন দোকানের নিয়ন আলোয় ম্লান না হয়, এটুকু দেখার ভারই আজ আমাদের সবার।

আশ্বিনের আকাশে সাদা তুলো মেঘ আর পথের দু ধারে কাশফুল দুললেই বাঙালির মনে একটা অদৃশ্য ঢাক বেজে ওঠে। কিন্তু আজকাল সেই ঢাকের আওয়াজের আগে কানে আসে বিজ্ঞাপনের কোলাহল। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই শহরের হোর্ডিং, মোবাইলের পর্দা আর টিভির বিরতিতে ছেয়ে যায় মেগা সেল, ফেস্টিভ অফার আর পুজো ধামাকা-য়। প্রশ্নটা তাই স্বাভাবিক উৎসব কি আজ মানুষের, না বাজারের?একটু পিছনে তাকানো যাক। একসময় পাড়ার পুজোর সূচনা হত বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা দিয়ে। কেউ দিতেন পাঁচ টাকা, কেউ পঞ্চাশ, কেউ দিতেন শুধু হাতের শ্রম। বাঁশ বাঁধা থেকে ভোগ রান্না, সবেতেই পাড়ার মানুষের ভালোবাসা আর পরিশ্রম থাকত। অষ্টমীর সকালে অঞ্জলির লাইনে দাঁড়িয়ে, দশমীর বিকেলে সিঁদুর খেলায় মিশে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া হত। উৎসব ছিল সম্পর্কের নবীকরণ। সেখানে টাকার ভূমিকা ছিল, কিন্তু টাকাটাই মুখ্য ছিল না। তবে কথাটা একতরফা নয়। বাণিজ্যকে উৎসবের শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া অন্যায্য হবে। বাংলার উৎসব চিরকালই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে। কুমোরটুলির শিল্পী, ঢাকি, শোলার কারিগর, পটুয়া, ফুলওয়ালা থেকে শুরু করে ছোট দর্জি, সবার সারা বছরের রোজগারের একটা বড় অংশ আসে এই কয়েকটা দিনের থেকেই। উৎসব না জমলে তাঁদের উনুনও জ্বলে না।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদবোধান, মূর্তি নদীর নতুন সেতু ঘিরে নতুন আশার আলো

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্সের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ মূর্তি নদীর ওপর নবনির্মিত সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন সাজে ও নতুন রূপে সেজে ওঠা এই সেতুর দ্বার উন্মোচন করা হয়। জঙ্গল ঘেরা সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মূর্তি নদীর নিজস্ব রূপের মাঝে এই নতুন সেতুটি পর্যটকদের জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।তবে এই নতুন উপহারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরনো দিনের নানা স্মৃতি। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ঐতিহাসিক লোহার সেতুটি দিয়ে একসময় ধূপঝোরা হয়ে খুনিয়া মোড় ও নাগরাকাটার দিকে নিত্যযাতায়াত চলত। চালসা থেকে ধূপঝোরা রুটে যাতায়াত করা পুরনো দিনের 'অর্জুন' বাসের স্মৃতি আজও স্থানীয়

বাসিন্দাদের মনে তাজা। কিন্তু পুরনো ও সংকীর্ণ সেই সেতু দিয়ে যাতায়াতের সময় জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর হামলার একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা সবসময়ই থেকে যেত।যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরনো লোহার সেতুটি ভেঙে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই উন্নতমানের সেতুটি তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় চার বছর। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলো এই সেতু। পুরনো লোহার সেতু এখন শুধুই ইতিহাসের পাতায়, আর তার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ানো এই নতুন সেতুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পর্যটন শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন ভোরের সূচনা হল।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নতুন কমিটি গঠন

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা গৌড় রোড সংলগ্ন নরেন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মালদা জেলা শাখার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রতিটি চক্রের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা প্রতিনিধি সদস্যদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ জনের একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে ভুজঙ্গ ভূষণ সরকার, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেবব্রত মুখার্জি এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তপন কুমার মিশ্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

কমিটি গঠনের পর এক যৌথ বার্তায় সমিতির নবনির্বাচিত নেতৃত্ব জানান, আগামী দিনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বকেয়া অধিকার ও দৈনন্দিন নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই কমিটি আপসহীন ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে যেমন আলাপ-আলোচনা চালানো হবে, তেমনই প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকল চক্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নবগঠিত এই ১৭ জনের কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিটি দাবিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

কৃষক দাবি আদায়ে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সংযুক্ত কৃষক মোর্চার মহাবেশ

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য ও ঋণমুক্তি সহ একাধিক মৌলিক দাবিতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বৃহৎ কৃষক সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জে সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।সংগঠন সূত্রের খবর, ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি এবং দুপুর ২টা থেকে মূল সমাবেশ শুরু হবে। কৃষকরা মূলত ধান, আলু ও পাটের লাভজনক সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সারের বেআইনি কালোবাজারি রোধ ার দাবিতে সরব হবেন। এর পাশাপাশি কৃষকদের সমস্ত কৃষিঋণ সম্পূর্ণ মকুবের দাবি তোলা হবে এই মঞ্চ

থেকে।কৃষিভিত্তিক দাবির পাশাপাশি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায়

১০০ দিনের কাজের জায়গায় ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরির দাবি জানানো হবে।

ব্রাউন সুগার সহ ময়নাগুড়িতে পুলিশের জালে মালদার ২ পাচারকারী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ২। এদিন ময়নাগুড়ি আনন্দনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক নারী ও এক পুরুষকে গ্রেফতার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এই অভিযান চালায়। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজারমূল্য তিন লক্ষ টাকার বেশি।পুলিশ সূত্রের খ বর, বাইরে থেকে মাদক নিয়ে ময়নাগুড়িতে আসা হচ্ছে;এমন গোপন তথ্য পেয়েই অভিযান চালানো হয়। ময়নাগুড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন দাসের উপস্থিতিতে স্থানীয় মানুষের সামনে তাঁদের তল্লাশি করা হয় এবং ওই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

হয়।ধৃতদের নাম অনিতা রবিদাস ও ভুট্টু রবিদাস। দুজনেরই বাড়ি মালদার গোপালনগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, মালদার ধুলিয়ান এলাকা থেকে এই ব্রাউন সুগার পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত এবং মাদকগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

এশিয়ান হাইওয়েতে ভয়াবহ ট্রেলার-গাড়ি সংঘর্ষ, মৃত ২

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই ব্যবসায়ী বন্ধু। মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ মাদারিহাটের করাত কল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে নিজেদের বিলাসবহুল গাড়িতে করে জয়গাঁর দিকে ফিরছিলেন হোটেল ব্যবসায়ী জমির আলম এবং তাঁর বন্ধু আফরোজ খ ান।পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ১৮ চাকার ট্রেলারের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির মুখোমুখি প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতায় গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়। নিহত জমির আলমের মূল বাড়ি বিহারের মুজফফরপুরে হলেও তিনি জয়গাঁতে হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।দুর্ঘটনার পরপরই চালক ও খালাসি ট্রেলারটি ফেলে রেখে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বহু চেষ্টার পর মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘাতক ট্রেলারের চালক ও মালিকের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ভোটাধিকার রক্ষায় ফের সুপ্রিম কোর্টে অধীর চৌধুরী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম দ্রুত পুনর্বহাল করা এবং মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষার দাবিতে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রদেশ কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট জটিলতা দূর করতে মামলাটির দ্বিতীয় শুনানিতেও আদালতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। এর আগে গত ১১ আগস্ট এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় অধীর রঞ্জন চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্য জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর ফলে কেবল ভোটাধিকার প্রয়োগই নয়, সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জরুরি সরকারি

সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্য অধিকার থেকেও চরমভাবে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগের সুরে তিনি আরও জানান, বাদ পড়া নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে শুনানি ও আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। প্রশাসনিক এই জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষ দিশেহারা ও অসহায় হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতি থেকে আমজনতাকে মুক্তি দিতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানিয়েছেন, যাতে দ্রুত এবং সহজ পদ্ধতিতে ভোটারদের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই কোনোভাবেই থামবে না।

শেষলগ্নে যোগ্যদের অবহেলাই তৃণমূলের পতনের কারণ অরূপ চক্রবর্তী

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ তৃণমূল কংগ্রেস শেষলগ্নে যোগ্য কর্মীদের প্রকৃত সম্মান দেয়নি এবং অযোগ্যদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিল, যার ফলে দলে এই বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে তোপ দাগলেন বাঁকুড়ার এনসিপিআই সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। শুক্রবার দিল্লি থেকে ফোনে তিনি জানান, একটি ভোটকুশলী সংস্থার নিয়ন্ত্রণে দল পরিচালিত হওয়ায় জঙ্গলমহলে তৃণমূল মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমনকি দলের নাম ও প্রতীক হারানোর জন্য তিনি নেতৃত্বের খামখেয়ালি মনোভাবকেই দায়ী করেন।অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মমতাপন্থী তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা

কোর কমিটির আহ্বায়ক মোহন কর। তিনি বলেন, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে অরূপবাবু নিজের পিঠ বাঁচাতে এখন বিজেপির হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছেন। আগামী ছ'মাসের মধ্যে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হতে পারে বলেও দাবি করেন তিনি।অন্যদিকে, বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যবাসী তৃণমূলকে বর্জন করেছে এবং বিজেপি নিজের শক্তিতেই লড়াই করছে।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের তালডাংরার বিধায়ক এবং ২০২৪ সালের বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর সাথে বিগত কয়েক বছর ধরেই তৃণমূল নেতৃত্বের অম্লমধুর সম্পর্ক ছিল। লোকসভা ভোটের পর জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় দূরত্ব আরও বাড়ে। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি অন্যান্য সাংসদদের সাথে এনসিপিআই-তে যোগ দেন। অসুস্থতার জন্য দিল্লিতে থাকলেও বাঁকুড়ার রাজনীতিতে তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের মহিলা কর্মী-সমর্থকদের সাংগঠনিক সভা উলুবেড়িয়ায়

উলুবেড়িয়া ঃ উলুবেড়িয়া পৌরসভা নির্বাচন-কে সামনে রেখে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উলুবেড়িয়া পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে মঙ্গলবার বিশেষ সাংগঠনিক সভার

আয়োজন করা হয়।সভায় উপস্থিত ছিলেন পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়িক ডলি রায় এবং স্থানীয় নেতা তাবারাক আলি খান-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব, মহিলা কর্মী ও সমর্থকেরা।এদিনের সভায় মূলত সংগঠনকে বুথ স্তরে আরও মজবুত করা এবং মহিলা কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আগামী দিনে এলাকায় দলের সাংগঠনিক কর্মসূচি কীভাবে আরও বিস্তৃত করা যায়, সেই বিষয়েও উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন নেতৃত্ব। সভায় মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মহিলা কর্মী ও সমর্থক সভায় যোগ দেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ঘিরে দলের স্থানীয় কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতৃত্ব সংগঠনের ভিত মজবুত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মানুষের পাশে থাকার উপর গুরুত্ব দেন। একইসঙ্গে মহিলা কর্মীদের আরও বেশি করে সাংগঠনিক

কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বার্তাও দেওয়া হয়।এদিনের এই সাংগঠনিক সভাকে ঘিরে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফরওয়ার্ড ব্লকের মহিলা সংগঠনের তৎপরতা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে পাশে বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল

গঙ্গাসাগর ঃ আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে গঙ্গাসাগরে অভিনব উদ্যোগ নিল বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। ১৩২ নম্বর সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল-৪-এর নেতৃত্বের উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হল জল ও কলম। পাশাপাশি সাগর কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের পরীক্ষার্থীদেরও শুভেচ্ছা জানায় বিজেপির যুব মোর্চা। সোমবার গঙ্গাসাগরের নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছলে তাঁদের হাতে জলের বোতল ও কলম তুলে দেন মণ্ডল-৪-এর নেতৃত্ববৃন্দ। পরীক্ষার দীর্ঘ সময়ে যাতে পানীয় জলের সমস্যা না হয় এবং পরীক্ষার্থীরা স্বস্তিতে পরীক্ষা দিতে পারে, সেদিকেও নজর রাখা হয়। অন্যদিকে সাগর কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম,

জলের বোতল ও বিস্কুট তুলে দিয়ে তাঁদের সাফল্য কামনা করেন বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা। এই উদ্যোগে খুশি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। পরীক্ষার্থীদের একাংশের বক্তব্য, পরীক্ষা শুরুর আগে এই ধরনের উৎসাহ তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। অভিভাবকরাও এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলেও পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকেরা।

সুন্দরবনের নিরাপত্তা জোরদারে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক বিজেপি বিধায়কের

জয়নগর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভার কুমিরমারী অঞ্চলের বাগনা বিট এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুন্দরবনের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করলেন বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর। সুন্দরবনের দুর্গম এলাকায় সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাগনা বিট এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। সুন্দরবনের নদী ও জলপথ সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় প্রতিকূল পরিবেশে কর্তব্যরত জওয়ানদের কাজের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন বিধায়ক। তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কী

ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সেই সমস্যাগুলি মোকাবিলায় কী কী প্রয়োজন রয়েছে তা নিয়েও মতামত জানতে চান তিনি। বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর বলেন, সুন্দরবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দায়িত্ব পালন করছেন। সীমান্ত এবং সুন্দরবন এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্তব্যরত জওয়ানদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এদিনের আলোচনায় সুন্দরবনের নদীপথ, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। বিকর্ণ নস্কর আরও বলেন, স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে জওয়ানদের অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের বক্তব্য জানা গেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এদিনের মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অটোচালককে মারধরের অভিযোগ জয়নগরে

জয়নগর রাস্তার মোড়ে মোটরবাইক রাখা নিয়ে বচসা এবং অটোচালককে মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার বুড়োরঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা পেশায় অটোচালক স্বপন দাস অটো নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, বুড়োরঘাট মোড়ে রাস্তা আটকে তিনটি মোটরবাইক রাখা ছিল। সেই কারণে তিনি মোটরবাইকগুলি সরিয়ে দিতে বললে চালকদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন কয়েকজন মোটরবাইক চালক স্বপন দাসকে অটো থেকে নামিয়ে মারধর করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের চেষ্টাতেই কোনওরকমে স্বপন দাসকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি। ঘটনার পর ওই রাতেই জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্বপন দাস। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর বুড়োরঘাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

সিএমআরএল মামলা,পিনারাই বিজয়ন-পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

নয়া জামানা ঃ কেরলে পালাবদলের পরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে সিএমআরএল-এক্সালজিক মামলায় নতুন মোড়। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-এর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ও কথিত ঘুষের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশকে প্রাথমিক তদন্তের অনুমতি দিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার। মঙ্গলবার কেরলের স্বরাষ্ট্র দফতর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ।স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ইডির সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে। প্রাথমিক তদন্তে তথ্য-প্রমাণ মিললে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে এফআইআর দায়ের করা হবে। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে সরাসরি এফআইআর নয়, তদন্তের পরবর্তী ধাপ নির্ধারিত হবে ।সিএমআরএল মামলায় বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই তথা সিপিআই(এম) নেতা পি এ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে পৃথক দুর্নীতির মামলা করার সুপারিশ করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, সিএমআরএল থেকে বীণার সংস্থা এক্সালজিক সলিউশনসকে দেওয়া অর্থের লেনদেনের মধ্যে অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। ইডি রাজ্য পুলিশের কাছে প্রয়োজনীয় নথি ও তদন্তে পাওয়া তথ্যও পাঠায় ।এর আগে বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেলের আইনি মতামত নেওয়া হয়। সেই মতামতে বলা হয়েছিল, আমলযোগ্য অপরাধের প্রাথমিক উপাদান থাকলে পুলিশ এফআইআর করতে পারে; প্রয়োজনে তার আগে প্রাথমিক তদন্তও করা যেতে পারে ।রাজ্য সরকারের দাবি, আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, সিপিআই(এম) ও বিজয়নের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলি অস্বীকার করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্তের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সাংসদ পদ খারিজের নোটিশের জবাবে ফের সময় চাইছেন সুদীপরা

নয়া জামানা ঃ ফের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ। কিন্তু লোকসভার স্পিকারের নোটিসের জবাব দিতে আরও সময় চাওয়ার পথেই হাঁটছেন তৃণমূলত্যাগী ২০ সাংসদ। ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাব দেওয়ার কথা থাকলেও এবার আরও চার সপ্তাহ সময় চেয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন জানাতে চলেছেন তাঁরা। ফলে বিষয়টি নিয়ে ফের তৈরি হয়েছে জল্পনা।৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন ২০ জন সাংসদ। এরপর দলত্যাগী সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার পদক্ষেপ না করায় পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালতের নির্দেশের পর ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করেন স্পিকার। এক সপ্তাহের মধ্যে নোটিসের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দেওয়ার বদলে একাধিক দফায় সময় চেয়ে আসছেন অভিযুক্ত সাংসদরা। কখনও এক সপ্তাহ, কখনও তিন সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছে। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বাড়িয়েছিলেন স্পিকার। এবার সেই সময়সীমাও শেষ হওয়ায় আরও চার সপ্তাহ সময় চাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা ।জানা গিয়েছে, স্পিকারকে দেওয়া চিঠিতে নোটিসের জবাব প্রস্তুত করার জন্য অতিরিক্ত চার সপ্তাহ সময় দেওয়ার আবেদন জানাবেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সংশ্লিষ্ট সাংসদরা। তাঁদের এই আবেদন স্পিকার মঞ্জুর করবেন কি না, তা নিয়েই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের ।এর আগে বাদল অধিবেশন শুরুর প্রায় এক মাস আগে পৃথক পরিচয়ে সংসদীয় পদ গঠনের জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন করেছিলেন তৃণমূলত্যাগী ২০ সাংসদ। তাঁরা এনসিপিআই পরিচয়ে সংসদীয় পদ গঠনের আবেদন জানান। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলত্যাগী ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে পৃথক ২০টি চিঠি দিয়ে তাঁদের সদস্যপদ খারিজের আবেদনও জানান তিনি।

আম্বানিদের সঙ্গে বৈঠক, বাংলায় রিলায়েন্সের বিনিয়োগের ইঙ্গিত শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ আম্বানি পরিবারের গণেশ পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার মুম্বই উড়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সফর ঘিরে বাংলায় রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সম্ভাব্য বিনিয়োগ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সেই জল্পনা আরও জোরালো হল ।এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুম্বইয়ে শিল্পপতি ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির বাসভবনে গিয়ে গণেশ পুজোয় অংশ নেন তিনি। দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনার পাশাপাশি আম্বানি পরিবারকে বাংলার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে মা কালীর একটি বিশেষ স্মারক উপহার দেওয়ার কথাও জানান তিনি ।পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। রাজ্য দূরদর্শী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নীতা আম্বানি, মুকেশ আম্বানি এবং সমগ্র পরিবারের আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী ।এই সফরকে নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবে দেখছে না প্রশাসনিক ও শিল্পমহলের একাংশ। তাদের মতে, উৎসবের আবহে রিলায়েন্সের সম্ভাব্য বিনিয়োগ নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে ।জল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে রিলায়েন্সের ভানতারা প্রকল্প। গুজরাতে গড়ে ওঠা এই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও চিকিৎসা কেন্দ্রের আদলে পূর্ব ভারতে একটি শাখা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। সম্ভাব্য জায়গা হিসেবে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের বনাঞ্চলের কথা উঠে আসছে ।সম্প্রতি পুরুলিয়ায় দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য গড়ার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক দিন আগেই অনন্ত আম্বানির সঙ্গে বৈঠকের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। ফলে সম্ভাব্য বিনিয়োগ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে।

ইউরোপে রুশ হামলার আশঙ্কা সতর্কবার্তা ম্যাক্রোঁ-টাস্কের

নয়া জামানা ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ইউরোপে। ইউক্রেনকে সমর্থন করা কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ভবিষ্যতে রাশিয়ার সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্য হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশেষ করে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সাইবার হামলার মতো হাইব্রিড কৌশল ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা সামনে আসায় নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা বেড়েছে ।রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রকাশ্যে ইউরোপের প্রতি আগ্রাসী মনোভাবের কথা অস্বীকার করলেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সম্প্রতি সতর্কবার্তা দিয়েছেন। শুক্রবার তিনি বলেন, ইউরোপ এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হাইব্রিড হুমকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৭ সালের ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র এবং সংবেদনশীল স্থাপনাগুলির সুরক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি ।ম্যাক্রোঁ আরও জানান, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের হাইব্রিড হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। এর আগে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক পার্লামেন্টে দাবি করেন, গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে যে ইউক্রেন-সমর্থনকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়া ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করতে পারে। তাঁর মতে, এই ধরনের হামলাকে দুর্ঘটনাবশত ঘটনা হিসেবে তুলে ধরে ন্যাটোর যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের চেষ্টা হতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদে ইউরোপের চার দেশের সমর্থন

নয়া জামানা ঃ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের দাবিতে ভারতের পাশে দাঁড়াল ইউরোপের চার দেশ। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র; ভিসেগ্রাদ গোষ্ঠী -এর এই চার সদস্যই নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণসভার অধিবেশনের ফাঁকে প্রথম ভি৪-ইন্ডিয়া বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই সমর্থন জানানো হয়। বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ।বৈঠকের পর স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার বলেন, গ্লোবাল সাউথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের উদীয়মান শক্তি হিসেবে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে জায়গা দেওয়া উচিত। ভি৪ দেশগুলি এ বিষয়ে একমত বলেও জানান তিনি। জয়শংকর বৈঠকটিকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি দুই পক্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং যোগাযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়ে একমত হয়েছে ।৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ৮১তম সাধারণসভার অধিবেশনে রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রাখার সময়ও বহুপাক্ষিকতার গুরুত্ব

তুলে ধরেন জয়শংকর। তাঁর বক্তব্য, বিশ্ব বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তনের পাশাপাশি তীব্র প্রতিযোগিতা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সংঘাত সেই রূপান্তরকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোকে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন ।জয়শংকর বলেন, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, উদীয়মান প্রযুক্তি, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ মহামারির প্রস্তুতির মতো বিষয়ে দেশগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত যে সাফল্য এসেছে, তা সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। তাই অর্জিত সাফল্য রক্ষা করে ভবিষ্যতের জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ জরুরি। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যপদ রয়েছে। পরিষদ সম্প্রসারণের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। ভারতের বক্তব্য, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করা প্রয়োজন।

মাঠের লড়াই

২২ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল-আল-শর্তা দ্বৈরথ অনলাইনে মিলছে ম্যাচের টিকিট

নয়া জামানা দুর্গাপুজোর আবহে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফের হাইভোল্টেজ ফুটবল ম্যাচ। আগামী ১৩ অক্টোবর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২-এর গ্রুপ ডি-র ম্যাচে ইরাকের আল-শর্তা এসসি-র মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এফসি। ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। সেই আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই শুরু হয়ে গিয়েছে ম্যাচের টিকিট বিক্রি।ইস্টবেঙ্গলের এই গুরুত্বপূর্ণ হোম ম্যাচের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে। সমর্থকেরা নির্দিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নিজেদের পছন্দের টিকিট বেছে সরাসরি বুক করতে পারবেন। ফলে মাঠে বসে ইস্টবেঙ্গলের এশীয় মঞ্চের লড়াই দেখার জন্য সমর্থকদের আর কাউন্টারে গিয়ে টিকিট সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।আয়োজকদের তরফে টিকিটের বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা।

এছাড়াও ৩৭৫ টাকা এবং ৪৯৯ টাকার টিকিট রয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের বাজেট ও পছন্দ অনুযায়ী একাধিক দামের টিকিটের মধ্যে থেকে সমর্থকেরা বেছে নিতে পারবেন।ইস্টবেঙ্গলের জন্য ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২-এর গ্রুপ পর্বে আল-শর্তার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সমর্থকদের উপস্থিতি দলের জন্য বাড়তি উৎসাহ জোগাতে পারে। তাই পুজোর মরসুমে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এই ম্যাচ আলাদা আকর্ষণ তৈরি করতে চলেছে।টিকিট কেনার ক্ষেত্রে সমর্থকদের আগে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্যশ্রেণি বেছে নিতে হবে। বুকিং সম্পূর্ণ করার আগে ম্যাচের তারিখ, ভেন্যু এবং টিকিটের দাম ভালোভাবে দেখে নেওয়াই সুবিধাজনক। নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বুকিং শেষ হলে ম্যাচের দিন প্রয়োজনীয় টিকিটের তথ্য সঙ্গে রাখতে হবে।যাঁরা মাঠে উপস্থিত থেকে ম্যাচ দেখতে চান, তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে পারবেন। অনলাইনে বুকিংয়ের সময় টিকিটের মূল্য, উপলব্ধ আসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেখে তারপর পছন্দের টিকিট নির্বাচন করা যাবে।তাই ১৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল-আল-শর্তা দ্বৈরথ দেখতে আগ্রহী সমর্থকদের জন্য অনলাইন টিকিট বুকিংই এখন প্রধান মাধ্যম। পুজোর আগে এশীয় ক্লাব ফুটবলের এই লড়াইয়ে গ্যালারি যে লাল-হলুদ সমর্থকদের উপস্থিতিতে জমজমাট হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

আইএফএ শিল্ডের সূচিতে বদল শ্রীনিধির বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান

নয়া জামানা ঃ মহামেডান স্পোর্টিং প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে না এবারের আইএফএ শিল্ড। সূচিতে বদল এনে বুধবার মোহনবাগান-শ্রীনিধি ডেকান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ঐতিহ্যশালী এই প্রতিযোগিতা। ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৪ সেপ্টেম্বর কাস্টমসের বিরুদ্ধে।এবারের শিল্ডে প্রতিটি দল সর্বোচ্চ ছয় জন বিদেশি ফুটবলার খেলাতে পারবে। ফলে আইএসএল শুরু হওয়ার আগে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছেন মোহনবাগানের একাধিক বিদেশি তারকা। জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, সমীর জেলকোভিচ এবং দেজন দ্রাজিচদের শিল্ডের ম্যাচে দেখা যেতে পারে। তবে জেলকোভিচের হাতে হালকা চোট রয়েছে। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলন না করে রিহ্যাবে ছিলেন তিনি।ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হওয়ার পর আইএফএ শিল্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে

মোহনবাগান। পরবর্তী প্রতিযোগিতায় ভালো ফলের লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে সবুজ-মেরুন শিবির। অফিসের কাজের কারণে গ্রুপ পর্বের শুরুতে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। গ্রুপে শ্রীনিধি ডেকানের পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেও খেলবে মোহনবাগান। দুপুর তিনটে থেকে ম্যাচ হওয়ায় আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কয়েক দিন ধরে একই সময়ে অনুশীলন করছে দল। শিল্ডের জন্য ৩৫ জন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে মোহনবাগান।অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন করেছে ৫৩ জন ফুটবলারকে। সিনিয়র দলের পাশাপাশি জুনিয়র ফুটবলারদেরও তালিকায় রাখা হয়েছে। কোচ হোসে মোলিনা পূর্ণশক্তির দল খেলাবেন বলে ইঙ্গিত রয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর কাস্টমসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর ৩০ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব এফসির মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ। মহামেডানের সরে দাঁড়ানোয় বদলে যাওয়া সূচিতে এবার শিল্ডের শুরুতেই নজর থাকবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের দিকে।

জাপানকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে ভারত

নয়া জামানা ঃ সকালে মেয়েদের ১-৩ ব্যবধানে হারের পর জাপানি শিবিরে যখন উচ্ছ্বাস, তখনই পাল্টা জবাব দিল ভারতের পুরুষ ব্যাডমিন্টন দল। লক্ষ্য সেনের দুর্দান্ত কামব্যাকের সৌজন্যে আয়োজক জাপানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। এই জয়ের সঙ্গে টানা দ্বিতীয়বার পদক নিশ্চিত হল ভারতের। গতবার রুপো জিতেছিল দল।ইচিনোমিয়া সিটি মিউনিসিপ্যাল জিমন্যাসিয়ামে প্রথম সিঙ্গলসে বিশ্বের সাত নম্বর কোডাই নারাওকার মুখোমুখি হন লক্ষ্য। কোর্টের এক প্রান্তের শাটলের ফ্লাইট বুঝতে সমস্যা হওয়ায় প্রথম গেমে ১১-২১ হেরে যান তিনি। তবে বিরতির পর কৌশল বদলে ধৈর্য ধরে খেলেন ভারতীয় তারকা। দ্বিতীয় গেমে নারাওকাকে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি, ২১-৫ ব্যবধানে জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান।নির্ণায়ক গেমে একসময় ১৪-১৯ পিছিয়ে ছিলেন লক্ষ্য। সেখান থেকে টানা সাত পয়েন্ট তুলে ২১-১৯ ব্যবধানে গেম এবং ম্যাচ জিতে নেন তিনি।

জাপানের এশিয়ান গেমসে নেপথ্যে চিনা সংস্থার প্রভাব

নয়া জামানা ঃ আয়োজক দেশের নাম জাপান। খেলাগুলোও হচ্ছে তাদেরই মাটিতে। কিন্তু গোটা প্রতিযোগিতার নেপথ্যে সুতো নাড়ছে অন্য একটি দেশ। মাঠের লড়াইয়ে পদক জেতার পাশাপাশি মাঠের বাইরের বাণিজ্যেও এখন চিনের একাধিপত্য। ৩৮টি পদক (যার মধ্যে ২৩টি সোনা) নিয়ে এমনিতেই পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে তারা। ১৯৮২ সালের পর থেকে এই ছবিটা বদলায়নি। কিন্তু আইচি-নাগোয়া গেমসের আসল চমকটা লুকিয়ে আছে পর্দার আড়ালে। সম্প্রচার থেকে শুরু করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, খেলার সরঞ্জাম থেকে অস্থায়ী বিদ্যুৎ পরিষেবা;সর্বত্র নিজেদের জোরালো থাবা বসিয়েছে চিনা সংস্থাগুলি।খেলার মাঠে জাপানি আয়োজকরা থাকলেও কভারেজের মূল দায়িত্ব পেয়েছে 'চায়না মিডিয়া গ্রুপ-ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া পোর্ট বা সিএমজি-আইএমপি। এই সাংহাই-ভিত্তিক সংস্থাকেই গেমসের সম্প্রচারকারী হিসেবে বেছে নিয়েছে আয়োজক কমিটি এবং অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া। ২৮টি খেলার লাইভ কভারেজের জন্য তাদের প্রায় ৩,৮৫৮ জন কর্মী দিনরাত এক করে কাজ করছেন।হংকংয়ের একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্রোডাকশনের বেশ কিছু কাজ খোদ চিন থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এর আগে স্পেনের একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হলেও তা বাতিল করে প্রায় ৩১৪ কোটি টাকার বিনিময়ে সিএমজি-র হাতে এই মেগা ইভেন্টের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে জাপান সারা বিশ্বে সমাদৃত। অথচ তাদের দেশে আয়োজিত গেমসের উদ্বোধনী

ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের যাবতীয় পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মশাল বা কলড্রনের নকশা;সবকিছুরই দায়িত্বে রয়েছে চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশের সংস্থা 'ডাফেং'। গতবারের হাংঝৌ এশিয়াডেও তারা এই গুরুদায়িত্ব সামলেছিল। একই ছক এবার জাপানেও।স্টেডিয়ামের প্রযুক্তিগত দিক নিখুঁত। নেপথ্যে বেজিংয়ের 'স্টার্টিং ফিউচার টেকনোলজি'। গেমসের জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী বিদ্যুতের জোগান দিচ্ছে 'সাংহাই ইয়ুদে এনার্জি'। আয়োজকরা অবশ্য জানিয়েছেন, জাপানের সাধারণ বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আর স্টেডিয়ামের অতিকায় এলইডি স্ক্রিনগুলোর সরবরাহকারী শেনঝেনের একটি সংস্থা।স্টেডিয়ামের ভিতরের ছবিটাও আলাদা নয়। বক্সিং, কুস্তি, জিমন্যাস্টিক্স, তায়কোন্ডো, উশু, জুজুৎসু, ক্যারাটে থেকে তিরন্দাজি; অন্তত ন'টি খেলার সমস্ত অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছে চিনের শানডং প্রদেশের সংস্থা তাইশান স্পোর্টস। হাংঝৌয়ের পর এবার আইচি-নাগোয়াতেও পদকের লড়াইয়ে ফিরেছে ই-স্পোর্টস। আর সেই ই-স্পোর্টসের প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি সামলাচ্ছে চিনা টেক-জায়ান্ট টেনসেন্ট। চিনের স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারী সংস্থা ৩৬১ ডিগ্রি তো গুয়াংঝৌ থেকে শুরু করে টানা পাঁচবার এই গেমসের অন্যতম 'প্রেস্টিজ পার্টনার' হিসেবে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে।জাপানের স্থানীয় সংস্থাগুলো মূলত পরিবহন আর যোগাযোগের মতো দৈনন্দিন পরিকাঠামো সামলাচ্ছে। কিন্তু গোটা প্রতিযোগিতার স্নায়ুকেন্দ্রগুলো চলে গিয়েছে চিনের দখলে। এই বিষয়ে আয়োজক কমিটি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে ওসিএ সভাপতি শেখ জোয়ান বিন হামাদ আল-থানি চিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা যা দেখছি, তা সত্যিই চমৎকার। গেমস শেষ হলে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। আগামী ১৭ দিন কীভাবে সব এগোয়, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। তবে এখনও পর্যন্ত যা দেখেছি, তা সত্যি ভীষণ আকর্ষণীয়।সব মিলিয়ে ছবিটা পরিষ্কার। শুধু অ্যাথলিটদের পেশিশক্তিতে নয়, বরং পরিকাঠামো আর বাণিজ্যের দাপটেও এবার জাপানের মাটিতে কার্যত একচেটিয়া সাম্রাজ্য তৈরি করেছে বেজিং।

এশিয়াডে দ্বিতীয় দিন শেষে রুপো-ব্রোঞ্জ জয় ভারতের

নয়া জামানা ঃ এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অভিযান শেষ করল ভারত। দিনের শুরু হয়েছিল রুপো দিয়ে। তবে এখনও পর্যন্ত চলতি এশিয়াডে সোনার মুখ দেখেনি ভারত। দ্বিতীয় দিনে একাধিক পদক এলেও তৃতীয় দিনে একঝাঁক ইভেন্টে পদকের সম্ভাবনা রয়েছে।পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত বিভাগে রুপো জেতেন হিমাংশু ধিলোঁ, পার্থ মানে ও রুদ্রাঙ্কশ পাটিল। ভারতীয় দল মোট ১৮৯০.১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। ১৮৯৯ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতে চিন। এই স্কোরে বিশ্বরেকর্ডও গড়েছে চিনা দল।দিনের আরেকটি পদক আসে এমএমএ-তে। মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে সুচিতা তারিয়াল সেমিফাইনালে পরাজিত হলেও ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন। এর আগে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে

এশিয়াডের এমএমএ-তে পদক নিশ্চিত করে ইতিহাস গড়েছিলেন।পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ব্যক্তিগত বিভাগেও জোড়া সাফল্য পায় ভারত। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুদ্রাঙ্কশ পাটিল ব্রোঞ্জ জেতেন। অন্য দিকে, মাত্র দুই পয়েন্টের ব্যবধানে সোনা হাতছাড়া হয় হিমাংশু ধিলোঁর। ফলে একই ইভেন্ট থেকে ভারতের ঝুলিতে আসে জোড়া পদক।তৃতীয় দিনে ভারতের সামনে রয়েছে সোনা জয়ের বড় সুযোগ। গত এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল এবারও শীর্ষস্থান ধরে রাখার লক্ষ্যে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনালে নামবে। ম্যাচ জিতলেই সোনা আসবে ভারতের ঘরে।উশুতেও পদকের সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে রোশিবিনা দেবী এবং পুরুষদের ৫৬ কেজি বিভাগে আরিয়ান পদকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। একটি ম্যাচ জিতলেই পদক নিশ্চিত হবে তাঁদের।এ ছাড়া টেবিল টেনিস, কবাডি ও হকিতেও ভারত জয় পেয়েছে। সাঁতারে শ্রীহরি নটরাজ ফাইনালে উঠেছেন। দ্বিতীয় দিন শেষে পদক তালিকায় দশম স্থানে রয়েছে ভারত। শীর্ষে রয়েছে চিন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।